প্রথম প্রকাশ ১৩৬৩

প্রকাশক : সীমন্তিনী দাস
গঙ্গোত্রী প্রকাশনী
৪/১, আফতাব মসজিদ লেন
কলিকাতা-২৭

পরিবেশক : দে বুক স্টোর
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক : হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্প্রেশন হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মাকে

সূচীপত্র

আমি বেঁচে আছি (পৃথিবী, আমি কৈফিয়ত দিয়ে যাব) ৯

তবুও তুমি আছ (রঞ্জনার হাতে হাত রেখে যে বলেছিল) ১০

প্রলোভন (কীটে-কণ্টকে ভরা) ১১

বন্ধুরা বারবার শিবির পাল্টায় (না, কাঙালের মত আর কতদিন…) ১২

কর্ণের রথ (এক রাশ আকাঙ্ক্ষা বুকে) ১৩

তুমি এলে না (তুমি এলে না) ১৪

একজন মানুষ (সে নিতান্তই একজন মানুষ) ১৫

নিজস্ব ভূমি (কিছু শব্দ চাই) ১৬

স্মরণিকা (এ কোন্ যন্ত্রণা দিবারাত্র বুকের ভিতর কাজ করে) ১৭

অসময়ে চেনা মুখ (যে সন্ধ্যায় দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ…) ১৮

কেন আসা কেন যাওয়া (সকালে উঠে দেখলুম) ১৯

আমার ঈশ্বর (আমার দুঃখিত রক্তে লালিত) ২০

প্রতিশ্রুতি (কে যেন ব্যস্তভাবে বলে যাচ্ছে :) ২১

মোনালিসার হাসি (বেদানা ফুলের মতন) ২২

কুশীলব (মনে রেখো, তুমি কুশীলব) ২৩

কথা দিয়েছিলাম আসবো (বাঁক ঘুরে ঘুরে…) ২৪

কৃষ্ণচূড়া (কৃষ্ণচূড়া) ২৫

কুয়াশা-মুক্ত দিন (সারাজীবন নিচু গলা) ২৬

চিত্তে যখন ঝড় ওঠে (আবহাওয়া বিশারদ বললেন :) ২৭

দুঃস্থ দিনের সংলাপ (আমি হেঁটে যাই) ২৮

পিকাসোর মুর‍্যাল (মৃত্যু ফিরে যায়) ২৯

নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে (আবার আসবো, আবার আসবো) ৩০

নম্র দ্বিধা (তোমার সমস্ত শরীর জুড়ে অচেনা অন্ধকার) ৩১

স্থির বিশ্বাস (স্থির বিশ্বাসে পৌঁছতে পথে পা বাড়াই) ৩২

বিয়াত্রিচ (পেতেছ ঝুলন শয্যা) ৩৩

নিজস্ব স্বর্গ (রেখেছি আমার নিঃসঙ্গ ভালবাসা) ৩৪

কবিতার শরীর ভাল নেই (কবিতার শরীর ভাল নেই) ৩৫
পাখির ডানা (শুধু শ্লোগান দিয়ে) ৩৬
সন্ধিপত্র (সময়কে কেউ যদি নদী বলে) ৩৭
একটি চুম্বন (বলেছিলে ফিরে যাও...) ৩৮
বুকের মধ্যে (প্রতিদিন মিছিল আর মিছিল) ৩৯
নির্বাসিত ফাল্গুন (অন্ধকারে অনেক সিঁড়ি ভেঙে···) ৪০
ল্যান্ডস্কেপ (চরাচর জুড়ে নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দ্য) ৪১
তবুও কিছু কথা থাকে (কিছু বলতে চাই কাউকে কিছু বলতে চাই) ৪২
পারমিতা বোস (তখনো জাগেনি ভোরের কলরব) ৪৩
কেমন আছো ? (অনেকদিন পর) ৪৫
প্রাচীন তীর্থ (বসে আছো সিংহাসনে) ৪৭
অহংকারী (পরিশ্রমী মানুষের ঘামের মতো) ৪৯
এখন দেখছি (যে পথটাকে তিরস্কার ক'রে) ৫১
অরণ্যে অন্তরীণ (চলে যাচ্ছ তুমি) ৫২
লাস্ট ট্রেন (লাস্ট ট্রেন ধরবার জন্য প্রতিদিন ছুটে আসে অসংখ্য মানুষ) ৫৬

অরণ্যে অন্তরীণ

আমি বেঁচে আছি

পৃথিবী, আমি কৈফিয়ত দিয়ে যাব
আমার জন্ম তোমার কাছে শপথ।
জল আলো বাতাস দিয়েছে ক্ষুদ্রতম অধিকার
অভিশাপের মত
অথচ আমি বেঁচে আছি।
চতুর্দিকে নেকড়ের থাবা নিঃশ্বাসে রক্ত ঝরায়
তবু অবিরাম চলার কাছে প্রতিজ্ঞা রাখি
চিহ্ন রেখে যাব এক নামহীন যন্ত্রণার।

দেখেছি উদ্যমের অবক্ষয়
দেখেছি বিশ্বাসের বাস্তিল ধসে পড়ে বুকের পাঁজর
সুমনার নীল খামে জেনেছি ভালবাসা
যক্ষের বুকে রক্ত শায়ক।
পৃথিবী, তোমার বুকে কান পেতে শুনি মুক্তির কান্না
যেমন অবরুদ্ধ গঙ্গা মহাদেবের কপিশ জটায়।
পৃথিবী, তুমি ঐশ্বর্যময়ী তুমি নিঃস্ব, তোমার বক্ষদীর্ণ হাহাকার
আমার রক্তে অনির্বাণ শ্মশান
শাণিত যন্ত্রণায় বেঁচে আছি ক্রুশবিদ্ধ যীশু।

কে হবে হন্তারক
যেখানে ঐশ্বর্য-অত্যাচার
স্পর্ধা ভরে সম্রাটের মহিমা দাবি করে?
পৃথিবী, অনেক দিন তোমার পথে পথে ঘুরেছি
লাঞ্ছনা আর অট্টহাসির বিদ্রূপে
দেখেছি তোমার স্তনে দংষ্ট্রাল দানবের ক্রূর অত্যাচার
দেখেছি ঊর্ধ্বচারী মানুষের ব্যর্থতা নিদারুণ উল্লাস।
পৃথিবী, শেষবার নতজানু হবো তোমার কাছে
বলে যাবো মানুষের সত্য সূর্য-অমলিন
দুঃখ মেঘের ক্ষণ আস্পর্দা। জেনে রাখো
বুকে নিয়ে যন্ত্রণা মৃতবৎসা প্রসূতির
আমি বেঁচে আছি।

তবুও তুমি আছ

রঞ্জনার হাতে হাত রেখে যে বলেছিল,
মৃত্যু, তোমাকে নির্বাসন দিলাম।
সে আমাকে ছেড়ে গ্যাছে—
আমি কি তার সন্ধান দিতে পারি ?
গোবী কিংবা সাহারায় হিমালয় কিংবা আল্‌পসের
নিরক্ত নির্জনতায় যদি কাউকে দ্যাখো
কৈশোরের স্মৃতি যৌবনের অভিশাপ
আর গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ছে ছিঁড়ছে ছিঁড়ছে
তাকে প্রশ্ন করে জেনে নিও।

আমি স্মৃতিকে বাঁচিয়ে
সত্তাকে ভিড়ের মধ্যে, সংগ্রামের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছি,
বলেছি, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করো মৃত্যুকে জয় করো।
রঞ্জনার সুগন্ধি নিশ্বাস যা শিউলির দুঃখকে চঞ্চল করে
স্মৃতি-কোরকে ঘুমিয়ে আছে—
কেননা সে আমাকে মৃত্যুর স্পর্শ দ্যায়
আমার দৃষ্টিকে উন্মোচিত করে
এার প্রত্যাখ্যান বলে যায়
আকাশে মাথা তোল পৃথিবীকে ভালোবাসো।

প্রলোভন

কাঁটে-কণ্টকে ভরা
কত পিচ্ছিল সিঁড়ি মাড়িয়ে তুমি
পেঁছে গেছ বিস্ময়ের চূড়োয়
সহস্র চোখ অবাক জ্বলছে পাদদেশে

যেমন
জ্বলে
তারা
আকাশে।

কোনো প্রলোভনে ফের চূড়ো থেকে সিঁড়ি
সিঁড়ি থেকে ভুলে অর্থাৎ নতুন আকাশের দিকে যদি পা বাড়াও ?

বন্ধুরা বারবার শিবির পাল্টায়

না, কাঙালের মত আর কতদিন এভাবে বেঁচে থাকা
ভয়, বঞ্চনা, হাহাকার, ষড়যন্ত্রের শিকার
মানেই কি মানুষের মতো বেঁচে থাকা ?
লকলকে জিভ্ চকচকে চোখ, আকাশ ফেরে আস্ফালন
জন্ম থেকে ক্রমাগত এই দৃশ্য দেখে
কেঁপে ওঠে ঘর
ঝ'রে পড়ে সব সঞ্চয়
বৃষ্টি-ভেজা বাবুইয়ের ডানা ঝাড়ার মতো।
বন্ধুরা বারবার শিবির পাল্টায়—

হাতে নিশান রঙের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ তর্জনী গর্জন
নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি যেন রক্ষিতার প্রণয়
তারাই আদর্শ
দেবতার আসন টলায়। স্পর্ধিত পায়ের নিচে
আসমুদ্র হিমাচল
স্মরণীয়, বরণীয় তারা—

বন্ধুরা বারবার শিবির পাল্টায়

কর্ণের রথ

একরাশ আকাঙ্ক্ষা বুকে
চতুর্দিকে অপমান কুরুসভায় পাঞ্চালীর মতো
অথচ এঁকে যাও মঙ্গল আলপনা উঠোনময় ।

এক তাল স্মৃতির ভার
নুয়ে পড়ে মেরুদণ্ড
অথচ খুলে দাও নোঙর উত্তাল সমুদ্রে

দরোজা কুলুপে আঁটা
নেই ঝরোকার সান্ত্বনা
অথচ দু'চোখে তোমার আলোর ঠিকানা ।

উজ্জ্বল রাজপথে মানুষের ভিড়
যেন অশ্বত্থের শিকড়
অথচ চেতনার পলিতে তোমার জন্ম নেয় নতুন ফসল ।

তুমি এলে না

তুমি এলে না
এ-ঘর থেকে ও-ঘর করি, বুকের ভিতর হানাবাড়ি
কে আমাকে পথ দেখাবে ?

তুমি দেখলে না
রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত, ফিরি আমি পথে পথে
কে আমাকে ঘরে নেবে ?

তুমি শুনলে না
বুকের ভিতর একতারা বাজে সকাল সন্ধ্যা সকল কাজে
কে আমাকে সাড়া দেবে ?

হঠাৎ তুমি পথের ধুলোয় দিনের শেষে
আসো যদি,
এসো। হাতে নিয়ে দীপের আলো ধূপের গন্ধ
অমল সমাধিতে।

একজন মানুষ

সে নিতান্তই একজন মানুষ
নেই আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা
অংকুশে টলে না পা।
আমরা যখন ডিগবাজী খাই
সে মৃত্যুর মুখোমুখি মাথা তুলে দাঁড়ায়
ভগ্নস্তূপের উপর নতুন পৃথিবীর স্থপতি
ডান হাতে মানুষ, ঈশ্বর তার বাম হাতে।
রাজপথ বাইলেন থেমে গেলেও
সময়ের মত ক্লান্তিহীন তার পথ চলা
উজ্জ্বল দিনের দিকে।

সে জানে আলো ও অন্ধকার
গাণিতিক নিয়মে মেলে না জীবন
বিশ্বাসে অটুট
ঋতু নির্বিশেষে।
আমরা বুঝি না তার কথা
জেনেছি মোটা শব্দের ঠিকাদারি
বুঝি না,
আমাদের মেরুদণ্ড যখন ব্রততী-শিথিল
সে কেমন করে হেঁটে যায় টানটান
ক্রমাগত অন্বেষণে
মানুষের অব্যয় ভালবাসা।

নিজস্ব ভূমি

কিছু শব্দ চাই
চাই শব্দের অতীত কোনো শব্দ।
অথচ জানি এই শব্দের ভিতরেই
পৃথিবী জন্ম নেয় প্রতিদিন
এক-একটি শব্দ জেলখানার গরাদ।

কিছু শব্দ চাই
শব্দের জন্য শব্দ বদল করি।
শব্দ চাই যা মানুষের
নির্ভীকতাকে এঁকে দিতে পারে
এঁকে দিতে পারে হৃৎপিণ্ডের অবিকল ছবি।
শব্দ চাই কান্নার মত অনাবিল, উচ্চারিত
হয় না আস্ফালনকারীর জিহ্বায়,
বিচ্যুৎ করে না কবিকে নিজস্ব ভূমি থেকে।

স্মরণিকা

এ কোন্ যন্ত্রণা দিবারাত্র বুকের ভিতর কাজ করে
জানি না কে তুমি কি তোমার নাম, স্মরণিকা
কেন বার বার হাতে হাত রাখো কেন তুলে নাও
দু'চোখে নামে অন্ধকার।
কার উৎসবে জ্ব'লে জ্ব'লে তুমি গলিত মোমের আলো
বলো, স্রোতস্বিনী, হৃদয় চিরে চিরে কি খেলা খেলো।
কার বাসর সাজাও তুমি
চরাচর ডুবে গেলে নিশিথ নৈঃশব্দ্যে
কার আলিঙ্গন বুকে নাও স্তনাগ্রে চুম্বন
চাই না অঙ্গুরী অঙ্গীকার যদি বিদ্যুৎ বিদীর্ণ মেঘ হৃদয় তোমার
রেখে যাই আমার ক্ষুধিত বাসনা ব্যথিত মৃত্তিকায়
স্মরণিকা, হতে পারি নত শির তোমার সম্মুখে
প্রসারিত বাহু
দিতে পারি অঞ্জলি প্রিয়তমাসু।

অসময়ে চেনা মুখ

যে সন্ধ্যায় দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইনি
হাত বাড়িয়েছিলুম
বন্ধু প্রতিবেশী আছে জেনে
অনেক প্রহর কেটে গ্যাছে জানি না অন্ধের যষ্টি কেমন
জানি না কোন্ নিরিখে বন্ধু ও আপনজনকে জেনে নিতে হয়।

আলোর ইশারায়
চিৎকার ক'রে সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিলাম
কিন্তু জিহ্বা আমার ভূতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট
অথচ কেউ প্রতীক্ষায় থাকে নি।
অসংখ্য মুখ চকচকে চোখ ভিড় করেছে
স্নেহ ও সান্ত্বনা দেওয়ালী পোকার মত
আমার চতুর্দিকে অবিরাম চক্কর মেরে ঘুরে চলেছে
বারবার বলতে চাই যে-যেখানে ছিলে
থাকো।
আমি কি তোমাদের ভুলতে পারি?
কিন্তু জিহ্বা আমার ভূতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট।

কেন আসা কেন যাওয়া

সকালে উঠে দেখলুম
আমার ঘরের সামনে
যে আমগাছটা যৌবন ছুঁই ছুঁই করছে
যার অসংখ্য বাহুতে নানান বর্ণনার পাখির ভিড়
বিচিত্র সুরের ব্যঞ্জনা।
আমি সব পাখির নাম জানি না
সব সুর চেনা নয়
অথচ যৌবনের স্বপ্নে ব্যস্ত সুরের স্বর্গ রচনায় আকুল
এই দৃশ্য আমার রক্তের ভিতর সবুজ ডালপালা
তৃপ্তির প্রতিশ্রুতি।
বাগান ঘুরে ঘুরে দেখলুম
সংখ্যাতীত ফুলের বর্ণাঢ্য সমাবেশ
কেউ দেহ-গরিমায় কেউ প্রাণের ঐশ্বর্যে কাছে টানে
অথচ মাঝখানে আলোকবর্ষের দূরত্ব ঘোচে না।
ঠোঁটে স্বাদ নিই নরম আঙুলের

চোখ রাখি
স্মৃতি-কোটরে নীপার ভালোবাসার মানচিত্রে
তখন সূর্য উদয়াচল ও মধ্যগগনের মিলন বিন্দুতে।

জন্মের অমোঘ সূত্র ধরে শুরু হয় পথ চলা
অথচ চোখ, মন, পা-কে একসঙ্গে জুড়তে দিতে পারি না
কঠোর স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদের
চলা বিড়ম্বিত হয়

গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগেই নিষ্ক্রিয়তা
ব্যাপ্ত হয় দিনান্তের ধূসরতায়
দৃষ্টি পথ হারায় অন্ধকারে।
একটা অতৃপ্ত সময়ের ঝাপটায় মুছে যায়।

আমার ঈশ্বর

আমার দুঃখিত রক্তে লালিত
দিনগুলি হারিয়ে যায়
তারা নিয়ে যায় আমার অনেক কিছু।
খণ্ডিত আমি হারানো দিনে
ভবিষ্যতে।
স্মৃতি ও আশা মানেই কি পৃথিবী,
মানেই কি ললাট ?
পাষাণ পিষিত হৃদয়ের শব্দ
জিহ্বায় কষায় স্বাদ।
বুকের অতলে শব্দ ঝ'রে পড়ে
চৈত্রের ঝরা পাতা।

সুন্দরী রমণীর সহবাসে জেনেছি মৃত্যুর ঠিকানা
তার স্তনে দেখেছি ধ্বংস, নিদারুণ যন্ত্রণা
বোঁটায় পিচ্ছিল ভালোবাসা
দেখেছি নতুন কুঁড়ি আরেক সংসার।

দিনের আলো মিলিয়ে যাবার আগে
বিয়ের মিষ্টি কার্ডে শুনে নেবো কোকিলের ডাক
শিশুর ওষ্ঠ চুম্বন করে নেবো
আমার ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

প্রতিশ্রুতি

কে যেন ব্যস্তভাবে বলে যাচ্ছে ঃ
সময় হলো চলো যাই
সময় হলো চলো যাই
বস্তুত তখনো রৌদ্র ঝরছে
পরাক্রমী সূর্য তার রথের লাগাম টেনেছে মধ্যগগনে
তার চোখে চোখ রেখে বললুম
এখনও তূণীরে রয়েছে কিছু অস্ত্র অভুক্ত।

অন্ধকারে চলতে চলতে দেখি
থমথমে মেঘ থেকে বেরিয়ে আসছে ষোলকলা চাঁদ
তখন বুঝতে পারি
পরিত্রাণের লগ্ন সমাগত।

মোনালিসার হাসি

বেদানা ফুলের মতন
তোমার অহংকারী ভালবাসাই চেয়েছিলাম।
প্রতি গোধূলিতে অপেক্ষা করেছি
হাতে নিয়ে
আধ ফোটা ফুলের গন্ধ।
স্মৃতিকে নির্যাতন ক'রে
রবীন্দ্রসঙ্গীতের দু'একটা কলি
আমার গলায় সুর ক'রে খেলাতাম
শুধু তোমাকে অপরূপ করবার জন্যে।

যেমন দা ভিঞ্চি মোনালিসার ধ্যানে।

কখন চমকে উঠি
স্বপ্ন ভাঙা বুকের যন্ত্রণায়
চোখ ফেরালাম
তোমার রূপের ইন্দ্রধনু থেকে
আমার বুকে হাত রাখলে তুমি
শূন্য হৃদয় ঝন ঝন করে ওঠে
পৌঁছে যাই মৃত্যুর কাছাকাছি
তখন মুখোমুখী দাঁড়ায় মোনালিসা হাসি।

কুশীলব

মনে রেখো তুমি কুশীলব
বলবে, বলাবে যা
কান পেতে রাখো প্রম্পটারের দিকে
হয়তো তো তোমার এই প্রথম এই শেষ।
নিখুঁত নিপুণ অভিনয় করে যেতে হবে।
নিজস্ব সুখ দুঃখ হাসি কান্না লুকিয়ে রাখো বুকে ভিতর
তোমার কথা কেউ শুনবে না।
কাঁদবে না কেউ যখন তুমি মঞ্চ ছেড়ে চলে যাবে,
কেননা ওটা নাটকের অংশ নয়।

উত্তর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধ অভিনয় করে যাচ্ছে
কেউ নেতা, কেউ অভিনেতা শোষক কিংবা সর্বহারা
মানুষ দুর্লভ।

পর্দা সরে গেলে
তোমাকে কাঁদতে হবে, হাসতে হবে। লোভ ও রিরংসার
নিখুঁত নিপুণ অভিনয় করে যেতে হবে।
জেনে নিতে হবে কোনটা কতটুকু
চাই নির্ভুল গাণিতিক মাপ নতুবা
দর্শকের হাততালি পাবে না।
জেনো, মঞ্চ থেকে নিষ্ঠুর বিদায়
যেমন অসংখ্য ব্যর্থতা হাহাকার
প্রতিদিন চলে যায় পর্দার আড়ালে
গ্লানি আর ধিক্কারে।

কথা দিয়েছিলাম আসবো

বাঁক ঘুরে ঘুরে বাঁক ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি নামে দেহে
সূর্য কিরণ যেমন খসে পড়া ফুলে।
মাঠ পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে, শহরের
সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর
ঠিকানা ধূসর—
কোলাহল ক্ষীণতর যেন নির্বাসিতের কান্না
দূরতর দ্বীপে।

পূরবী শান্ত সৌম্য আবেগে ঝরে পড়ে
সন্ন্যাসী-সূর্যের পদপ্রান্তে নম্র নৈবেদ্যের মতো।
গম্ভীর সংকেতে দাঁড়ায় ভেলা
পাড়ি দিতে হবে অজানায়।
কথা দিয়েছিলাম তোমাকে
দিন শেষে আবার আসবো।

ছুটির ঘণ্টা পড়ে ফুলের জলসায় কথার ভিড়ে
আর বসন্ত বাহারে।
সঞ্চয়ের পথে পথে কেটে যায় বেলা
বুকের ভিতর দরবারি কানাড়া
কথা দিয়েছিলাম তোমাকে
দিন শেষে আবার আসবো।

কৃষ্ণচূড়া

কৃষ্ণচূড়া
চৈত্রের ক্রুদ্ধ দহন
আগুন ঝরে মাঠে প্রান্তরে
তারই মধ্যে যারা লাঙ্গল চালায়
ফার্নেসের রুদ্রতাপে জীবনের বীজ বোনে
তুমি তাদের উপবীত।

কৃষ্ণচূড়া
কাল থেকে কালান্তরে
প্রবহমান তোমার শোণিত ঢেউ
ধমনীর ধাবমান রক্তের মতো।
দগ্ধ মাটির বুক চিরে ওড়ে তোমার নিশান
তুমি জন্ম দাও অবিনাশী সূর্য—আগামী দিন
কঠিন প্রত্যয়ে দীপ্তিমান।

কেবলি ঝরাপাতা যেদিকে ফেরাই চোখ
অস্ফুট আর্তনাদ
শোকার্ত মানুষের নিঃশ্বাসের মতো শুকনো বাতাস।
কৃষ্ণচূড়া
তোমার সবুজ ঢেউয়ের চূড়োয়
কালের নৌকা
পালে ধরেছে প্রজাপতি মন্ত্র।

কুয়াশা-মুক্ত দিন

সারা জীবন নিচু গলা
বেশভূষায় নেই কোনো উৎসব
উজান বয়ে যাওয়া
নদীতে উত্তুরে হাওয়া
সময় চলেছে শেষের দিকে
বিলম্বিত লয়
বুকের ভিতর নষ্ট হয় সমস্ত ভালবাসা।

তুমি কেবলই বলে যাচ্ছ ঃ
অপেক্ষা কর, কেটে যাবে এই ঋতু
হিমেল বাতাস
গাছে গাছে দেখা দেবে নতুন কিশলয়।
গড়ে যাচ্ছ হিমালয়
আর এক বিশ্বাস।
এ-শুধু তোমাকেই মানায়।

যাতায়াত অর্থহীন
নিঃসঙ্গ তুমি অন্তপুরে চরাচরে।
প্রান্তরময় স্মৃতি— অনাদরের।
তোমার রক্তের ভিতর ক্লান্তিহীন অন্বেষণ
কুয়াশা-মুক্ত দিনের।

চিত্তে যখন ঝড় ওঠে

আবহাওয়া বিশারদ বললেন :
এখন বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়
যে-কোনো মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে।
হাওয়ারা ষড়যন্ত্র করে সরে পড়েছে
প্রকৃতি
টুঁটি-টিপে ধরা মানুষের মতো
ভিতরে ভিতরে ফুঁসছে।

খটাখট দরোজায় কুলুপ আঁটে
হিসেবি মানুষেরা।
বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় কয়েকজন পুরুষ
ভয়ের তলপেটে লাথি মেরে।
তাদের হৃৎপিণ্ড অবিকল হৃৎপিণ্ডের মতো
আলোকিত করে পথ সপ্তর্ষিমণ্ডল।

খ্যাতি আর ঐশ্বর্য,
জানলার পাশে রমণীর সহাস্য মুখ
পড়ে থাকে সুখের রোদ্দুর
এই সব আত্মহনন ?
কে-না জানে
চিত্তে যখন ঝড় ওঠে
বাইরের ঝড় মিথ্যে হয়ে যায়।

দুঃস্থ দিনের সংলাপ

আমি হেঁটে যাই
হেঁটে যাই ক্রমাগত…
হঠাৎ দেখি
যারা সঙ্গে ছিল
সরে গেছে অনেক দূরে
অন্যপথে ।

অসংখ্য দরোজা, পরিচিত ঠিকানা, কড়া নাড়ি
গুমরে ওঠে যন্ত্রণা বুকের খাঁচায়
শুধোয় না কেউ, 'সুবিনয়, কেমন আছো ?'

বারবার ফিরে আসি
ভাঙা ঘরে, আঁধার ঘেরা
ঝিঁঝি-ডাকা-প্রাসাদের অসীম শূন্যতায় ।
ফিরে আসি নিজের শরীরে
দগ্ধ শব্দের ভিতর।   এবং নিভে যায়
উদ্যম—দুরন্ত ঝড়ে হতমান দীপাধার ।

আদিগন্ত মরুভূমি
তপ্ত বালুকণা পায়ে পায়ে
অগ্নি গহ্বর ।
মাঝে মাঝে দু'একটি কোমল হাতছানি
যেন সবুজ রেখা
রুক্ষ, ক্রুদ্ধ মাটির বুক চিরে
ঝুঁটি তোলে কী এক সাহসে ।

আমি হেঁটে যাই
হেঁটে যাই ক্রমাগত……

পিকাসোর ম্যুরাল

মৃত্যু ফিরে যায়
শূন্যহাত ভিখারীর মতো।
আহত সৈনিকের জ্বলন্ত চোখ
দগ্ধ করে বন্দীশালার অন্ধকার।
ধ্বংসস্তূপে জেগে থাকে স্বৈরী
প্রার্থীত ক্ষমা চোখের গভীরে।

হিজিবিজি মানুষের মুখ
হত্যাপরায়ণ রাজমুকুট।
আকাশময় উড়ে বেড়ায় দুরন্ত বাজ
বিদ্ধ হয় তীক্ষ্ণতম শরে শ্বেত পারাবত
যেন সংশয় অস্থির ভয়াল সময়
পিকাসোর মুরালে।

নৈঃশব্দের অন্তরালে

আবার আসবো, আবার আসবো
বলতে বলতে মনে পড়ে যায় নদীকে
মুখ ফেরাই
বলি : নদী তোমার সঙ্গী হবো
নদী তোমার সঙ্গী হবো
নদী মগ্ন বিরামহীন যাত্রায়।
নিজেকেই প্রশ্ন করি, কোন্ দিকে যাবে ?
বলো, কোন্ দিকে যাবে ?

জল, স্থল অন্তরীক্ষ মৌন
আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।
হরণ করে যাচ্ছে যারা
আমার গৌরব মনুষ্যত্ব ভালবাসা
তাদের জন্য রাখলুম বজ্রপাতের মতো প্রতিশোধ।

দেশী মদে ভিজিয়ে নিই দুঃখ
রমণীয় শব্দের প্রলোভন
কেটে যায় অনেকটা সময়
উদ্বেল বাহুতে ঝুলে থাকে হাহাকার
হলুদ পাতার মতো।
সম্পর্ক থেকে সম্পর্কহীনতায় খুঁজি
আমার আকাশ মাটি
আমার ঘর শ্মশান।

নম্র দ্বিধা

তোমার সমস্ত শরীর জুড়ে অচেনা অন্ধকার
তুমি আগন্তুকের মত এক নম্র-দ্বিধা।
তোমার দরোজায় থমকে দাঁড়ায় আলো
উষ্ণীষ খুলে কুর্ণিশ করে সম্রাট
তোমার অপাঙ্গে খসে ব্রীড়া সন্ন্যাসীর কৌপীন থেকে।
তোমার ত্বকে, নিশ্বাসে, কপালে
ঝুঁকে-পড়া চুলে পুরুষার্থ সমর্পিত,
উপচে-ওঠা বুকের সমীপে তোমার
ঘটে যায় সহস্র উল্কাপাত।
লাস্যময়ী মনে হয় পৃথিবীকে
তার নভোকেশ স্পর্শ-করা-পাহাড়!
তিন-পেঁচি-সাগর, ধ্বসে পড়া হিমবাহ স্থির হয়ে দাঁড়ায়।
আমি দেখি
তোমার ভুবন বিজয়ী আগমন।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, জরা ও ব্যাধির অপচয়ী হাত
আচ্ছন্ন করে নিখিলের বিপুল আয়োজন
সেই মুহূর্তে ভ্রূক্ষেপহীন এক সাহস
তোমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে সর্বস্ব অর্পণ করে।

স্থির বিশ্বাস

স্থির বিশ্বাসে পৌঁছতে পথে পা বাড়াই
চোখ রাখি মানচিত্রে
জেনে নিতে
গন্তব্যস্থল।

কদাচ ভেসে ওঠে বিশ্বাসের রূপ
মজ্জমান নাবিকের চোখে বন্দরের মুখ।
অগ্নি-ঝরা পথ
বাঁকে বাঁকে ভ্রূকুটি, অট্টহাসি
আমার প্রতিবেশী।

কদাচিৎ ধরা দেয়
ভালবাসায় প্রসারিত হাত
কখনো রক্ত ঝরে—অবিরল ধারাপাত।

স্থির বিশ্বাসে পৌঁছতে কিছু খুন, কিছু রক্তপাত চাই
এমনি একটি শর্ত হামেশাই শুনতে পাই।
চতুর্দিকে খরা
নীলামওয়ালা হেঁকে যায়...দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা
ভুলে যায় পাখিরা নীড়ে ফেরা।
দেউলিয়া সময়—
ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে বিশ্বাসে
স্থির কিশলয়।

বিয়াত্রিচ

পেতেছে ঝুলন শয্যা
হাসি-মাখা-শরৎ আকাশে
দু'চোখে কিছু নরম ঘুম কিংবা
ঘুমের মতো বিস্মরণ।
কপালে শিশির বিন্দু
ভুরুতে লগ্ন কোনো ভ্রূকুটি
অথবা সমর্পণের আগে প্রতিরোধের যন্ত্রণা। সে আমার প্রেম
দান্তের বিয়াত্রিচ।

প্রাচীন ইতিহাসের মতো বিস্তীর্ণ নীরবতা
ঘিরে রয়েছে তার ছড়ানো শরীর
স্তন, জঘন, জঙ্ঘা—
শিল্পীর মধ্যাহ্নের ফসল।
সাবধানে পা ফেলি
বুকে সোনালি শস্যের অফুরন্ত বাতাস
ওষ্ঠে গোপন তৃষ্ণা।

সহসা ছুটে আসে অশ্বমেধের ঘোড়া
খুরে কালবোশেখির ঝড়
উপড়ে আনে হৃৎপিণ্ড—আমার কবিতা
দান্তের বিয়াত্রিচ।

নিজস্ব স্বর্গ

রেখেছি আমার নিঃসঙ্গ ভালবাসা
সন্তর্পণে
তোমার ধুলোয়,
দৃষ্টি ধুয়েছি তোমার আলোয়,
নিঃশ্বাস বাতাসে।
তোমার অন্ধকারে রেখেছো যতি, অনন্ত যাত্রায়
মাতৃক্রোড়।

স্বর্গ যাবার ছাড়পত্র চাই না,
তোমার ছোঁয়া-লাগা
এই মাটিই আমার স্বর্গ।

কবিতার শরীর ভাল নেই

কবিতার শরীর ভাল নেই
বাইরে বেরুলে খানাখন্দর পথ আগলে দাঁড়ায়
যাওয়া হয় না, যেখানে যাবার কথা
ক্রমাগত দেরি হয়ে যায়।

কবিতার শরীর ভাল নেই
ইডেনের সবুজ ছায়ায় বেড়ে যায় অসুখের সিস্পটন
বাদামের খোলা দাঁতে-কাটা-নখ পড়ে থাকে
কিছু ভালবাসাবাসি পদ্মপত্রে জল।

কবিতার শরীর ভাল নেই
তার বুকে কান পাতলে শুনতে পাই
আর্তনাদ খাণ্ডবদাহন গীর্জার ঘণ্টার শোকার্ত ধ্বনি।
ক্ষান্ত-বর্ষণ-শ্রাবণের জ্যোৎস্নায় মনে পড়ে তার মুখ।

কবিতার শরীর ভাল নেই
দরদাম ঊর্ধ্বগতি ধূম্রজাল আকাশের দিকে
ওদিকে বাগ্মীতা শ্যেন রক্ত-নখর শহীদ মিনারের নিচে
মিছিলের ঘাম ঝরে দগ্ধ রাজপথে।

কবিতার শরীর ভাল নেই
রাত্রির ফুটপাতে দীর্ঘশ্বাস গুমরে ওঠে
শকুনের সভা বসেছে মন্দির চূড়ায়। দেবতা নেমেছেন
পথে। দুই ভুরু নিচে আহত সর্পের ক্রুদ্ধ ফণা।

কবিতার শরীর ভাল নেই
উদ্যত তর্জনী আকাশে বিদ্যুতের চাবুক
কোনো ভয় তাকে টলাতে পারে না।
উত্তাল সমুদ্রকে ঝুঁটি ধরে নিক্ষেপ করে উত্তুঙ্গ পাহাড়ে

কবিতার শরীর ভাল নেই

পাখির ডানা

শুধু শ্লোগান দিয়ে
পৃথিবীটাকে
কী পাল্টে দেওয়া যায় ?
আপাততঃ শ্লোগান থাক
বেরিয়ে পড়া যাক
হাতে একটি মাত্র অস্ত্র । এবং ধারালো ।
পথের সঙ্গী ।

যে যেখানে আছে ডেকে নাও
হাতে হাত রাখো লগ্ন করো কাঁধে কাঁধ
বুকের গভীরে অরুণ প্রপাত ।
শ্রেণীসংগ্রাম—
শব্দটাকে
আপাততঃ না হয় তুলেই রাখো কুলুঙ্গীতে
শব্দ যদি নেবেই
অন্য কোনো শব্দের সন্ধান করো
যা সকলের বহনযোগ্য ।

গাঢ় এবং একটি মাত্র রঙে
কেন চোখ ধাঁধানো ?
বরং সব রঙ চিনে নিতে দাও
সব মানুষকে যদি
একটিই মাত্র মন্ত্র দাও
যেন ছড়িয়ে পড়ে ভুবন-জোড়া ভালবাসা
সব মানুষকে যদি
পথে বার করবেই
সব দরোজা অর্গল-মুক্ত রাখো ।

সন্ধিপত্র

সময়কে কেউ যদি নদী বলে
বলুক।
আমি তার স্রোতে গা ভাসাব না
কিংবা
মোহনায় পৌঁছবার জন্যে
সন্ধিপত্র সই করে
তার মিত্রতাও তুলে নেবো না।

ফোটার আগেই যে কুঁড়ি ঝরে যায়?
সে কোথায় যায়? কেন যায়?
অলক আমার ছেলেবেলার বন্ধু
একই ক্লাশে পড়তুম
একই মাপের হতে পারি নি।
সে বিশ্ববিদ্যালয়কে চমকিয়ে দিয়েছিল।
অথচ দিনের প্রথম প্রহরেই
ফুরিয়ে গেল তার আলো।
যে জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল
তারও চোখে ছিল বন্দরের স্বপ্ন।
তারপর কেউ কি তাকে দেখেছিল?

এমন সমস্ত ঘটনা প্রতিদিন পৃথিবীতে ঘটে যাচ্ছে
ঘটুক।
তাই বলে কি মোহনায় পৌঁছবার জন্যে
লিখে দেবো সন্ধিপত্র?
বরং যাওয়া ভাল ভিন্ন মতে
ভিন্ন পথে অন্যত্র।

একটি চুম্বন

বলেছিলে ফিরে যাও   সে তোমার দুঃখ
বলেছিলে নির্বাসন   সে তোমার অভিমান
বলেছিলে ক্ষমা নেই   সে তোমার কান্না
আনত জানু অপলক দৃষ্টি রাখি মুখে
জানিনা প্রথা ক্ষমা চাওয়ার।
তোমার ওষ্ঠের কাছে মুখ আনি শরীর ভিজে যায়
বুকে অশান্ত ঘূর্ণি   ঊরু কাঁপে টালমাটাল।

তোমার অহংকারে দেখেছি ইশারা নবীনার স্ফুরিত বুকের।
হেঁটে যাই অনেক পথ দুঃখ বিচ্ছেদ ষড়যন্ত্র সংঘাত
রুপোলি পর্দায় দৃশ্যান্তরের মতো সবই তুচ্ছ মনে হয়।
ছুটে যাই তোমার শয্যার কাছে
স্পর্শ করি
আরণ্য উন্মাদ জেগে ওঠে রক্তের ভিতর
নিজের নখে ঘষি বুক
কান্না, এই শব্দটি তখন একান্ত আপন মনে হয়।

তৃষ্ণা মেটে না দৃষ্টি বারবার ফিরে যায়
যেন বিগত জন্মের অতৃপ্ত বাসনা
তোমার শরীরের রেখায় রেখায়
জানি না ভালবাসা কাকে বলে কার নাম বিষাদ
বুক জলে দাঁড়িয়ে তিন যুগ প্রতীক্ষা করতে পারি
একটি চুম্বনের জন্যে।

বুকের মধ্যে

প্রতিদিন মিছিল আর মিছিল
আমি নিজেকে তার শরীক করে নিতে চাই
আমাকে কেউ চেনে না। এমন কি
পাশাপাশি যে হেঁটে যায়।
বারবার পথের এ-পার থেকে ও-পারে যাই
হাত পাল্টানো অচল মুদ্রার মতো
শ্রেণী-সংগ্রাম শব্দটা উচ্চারণ করবামাত্র
ছড়িয়ে পড়ে অট্টহাসি।
ক্রমশঃ প্রসারিত হয় অন্ধকারের প্রভুত্ব
রাস্তার মোড়ে মোড়ে তার প্রহরী।

কার হাতছানি
প্রতিনিয়ত ভুল পথে নিয়ে যায়।
আজন্ম বিশ্বাসের প্রাসাদ ভেঙে পড়ে
পেঁছে যাই ভুল ঠিকানায়
বুকের মধ্যে ঝড় ওঠে
কেবল ধুলোবালি শুকনো পাতা।

নির্বাসিত ফাল্গুন

অন্ধকারে অনেক সিঁড়ি ভেঙে এইখানে দাঁড়িয়েছি
আকণ্ঠ পান করেছি প্রাজ্ঞতার আলো।
পৃথিবীর সুখ দুঃখকে বৈরাগীর উত্তরীয়ে বৃত
ইজেলে লগ্ন কোনো রূপকল্প বলে মনে হয়
এখন আমি স্থিতধী।

উৎরাই চড়াই পার হয়ে এগিয়ে যায় সময়
করতলে যুগান্তরের ঠিকানা
পথের আড়াআড়ি সংস্থান
সূক্ষ্ম কাঁটায় বোনা হৃদয়ের সম্ভাষণ।
এখন আমি প্রাজ্ঞমহাকাল।

বর্ষণ-শেষ-সূর্যের চুম্বনে
ঝিকিয়ে-ওঠা-লাস্যময়ী বনানীর মতো
প্রত্যাসন্ন-অভিসার-চোখ
রূপচর্চায় তন্ময়
নগ্ন কোনো নারী টানে না এখন।
হিমালয়ের শূন্য ডিগ্রি উচ্চতায়
গূঢ় তত্ত্ব সন্ধানীর মতো
আমি নির্বিকল্প উদাসীন।

ল্যাণ্ডস্কেপ

চরাচর জুড়ে নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দ্য
কালো মেঘ পাহাড়ের গায়
বিষণ্ণ নরম হাওয়া।
ইতস্তত দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি নারকোল গাছ
দীর্ঘদেহী
নতমস্তক যেন প্রয়াত স্মরণে।
দূরে একটি কুঁড়েঘর—আহত অভিমান—
বয়সের ভারে নম্র
আকাশে নীড়ের প্রশান্তি।
সম্মুখে প্রসারিত গহন অরণ্য
ঘাসের, গাছের ফাঁকে ফাঁকে নির্জন দীর্ঘপথ
ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে অজানা আকর্ষণে
সীমানা ভেঙে।

মাথায় পাগড়ি, বাঁক কাঁধে পিঙ্গল বর্ণ একটা মানুষ
উদ্যত পেশী, চক্ষু কোটরগত
একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে
গ্রন্থিল পাহাড়ে
রাহুগ্রাস-সূর্যের মতো।

তবুও কিছু কথা থাকে

কিছু বলতে চাই   কাউকে কিছু বলতে চাই
সম্মুখে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চোখ রাখি
তারপর গুটিয়ে নিই বুকে।

দিবারাত্র শব্দ ঝরে উচ্চরোল
বোধের অগম্য। কেবলি সংঘাত।
কেন নির্বাক তুমি ? হোক ক্ষীণকণ্ঠ, তবুও কিছু কথা থাকে।

বললুম, তোমার মন্ত্র আমাকে দাও
মুখ ফেরালে আকাশের দিকে
চোখ ক্রুদ্ধ কাপালিকের ললাট-সিঁদুরের মতো।

যৌবনকে বললুম, যেয়ো না
তোমার জন্য ছেড়ে যেতে পারি সাম্রাজ্য
সে ঝরে পড়ল অলক্ষ্যে ভোরের শিউলির মতো।

ভালবাসাকে বললুম, গ্রহণ করো যা-কিছু-আমার
আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে যেই হাত বাড়ালুম
অমনি ঝাপটা মারে হাড়কাঁপানো রুক্ষ বাতাস।

রাত্রিকে বললুম, দূর হও
সে পা ঠুকে দাঁড়ালো। আমি তার অর্থ বুঝে নিতে চেষ্টা করি।
ভ্রষ্ট-শিকার ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো দশ দিক থেকে ছুটে আসে অন্ধকার।

করজোড়ে সময়কে বললুম, দাঁড়াও
হাতের কাজ সেরে, তোমার সঙ্গে যাবো
দিনের হাত ধরে সে চলে গেল দিগন্তের অন্যপারে।

পারমিতা বোস

তখনো জাগেনি ভোরের কলরব
আকাশে লাগেনি ডানার শব্দ
প্রথম-সহবাস-থেকে-উঠে-আসা রমণীর
সলাজ হাসির মতো
দেখা দেয় দিনের আভাস।
নিদ্রাহীন লোলচর্ম অতীত শেষ রসদ কুড়োয় টাটকা বাতাসে।
দু'টি চোখ রাতের ক্লান্ত প্রদীপ
তটভূমি খুঁজে বেড়ায় স্থির শূন্যতায়।

রাতে প্রসব করে দিনের গর্ভিনী বাগান
যন্ত্রণা অবসান সৃজন ব্যঞ্জনায়।
শিশুর ওষ্ঠের মতো নরম পাপড়ি
মুঠো মুঠো গন্ধ ছড়ায় বিচিত্র ভাষায়
ঊষার প্রচ্ছন্ন আলোকে।
ডালি হাতে প্রশান্ত কুমারী মন
শ্যামল শোভা অনন্ত যৌবন
যেন কোনো শিল্পীর ঈষিকায় আঁকা
সহস্র বছর আগে
কোনো এক প্রভাতে দেখা।
মুখ তার শ্রাবণের ভরা নদী
করুণ সজল।
ফুল কুড়ানো বুঝি
হৃদয়ের গভীরে অরুণ ছল।

আমার প্রবাস শেষ হলো আজ
পৃথিবী, পৃথিবীর মতো পড়ে রয়
তবু কিছু সঞ্চয় সঙ্গী হতে চায়—
বাসি ফুলে গাঁথা মালা।

মুছে যায় দুঃস্বপ্ন বিগত রাত্রির
বুকের গভীরে চোখের শিশিরে
দেখি তার মুখ
গভীর মমতায় ভরা।
বিদ্যুৎ বিস্ময় শিরায় শিরায়
অশ্রু ঝরে বারবার
ধুয়ে দেয় আমাদের জীবনের দু'একটি শোক
জানি আমি নাম তার
মালদার পারমিতা বোস।

তেমনি আছো ?

অনেকদিন পর
বৃষ্টি এলো ভাগীরথীর কূলে
যেখানে বিষাদ ভরা বুকের খাঁচায়
রোদে-পোড়া দিনগুলি
আটকে থাকে।
তুমি যত দূরেই থাকো
আমার ভাবনা গলে গলে হয়ে ওঠে
তোমারই প্রতিমা।
তেমনি আছো ?
যেমন ছিলে।

বৃষ্টি-ভেজা এক সন্ধ্যাবেলায়
অনেক কথা চালাচালি চোখের পথে
অনেক অর্থ এখনও তার
এলোমেলো হাওয়ায় ভাসে।
কবে বলো ভালবাসা ছুঁয়েছিল জ্যোৎস্নার হাত
তুমিও দিতে পারো অমরতা
শপথ করো একটি রাত।
তেমনি আছো ?
যেমন ছিলে।

ঘন-মেঘ-আঁধার চুল
তেজস্বী ভালবাসা
নাভির গন্ধ উদাস করে।
স্বপ্ন থেকে জেগে-উঠা প্রবাসের দীর্ঘশ্বাস
দুলিয়ে দিচ্ছে
বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠছে
বিষণ্ণতা ;

শরীরের কাছে শরীর এলে শরীর হয় উপাসনা
রক্তের মধ্যে ঘূর্ণি ঝড়।
তোমার চোখের মণিকোঠায়
জ্বলছে
আমার দেওয়া
একলা শব্দ
যেমন তুলসীতলার শান্ত প্রদীপ।
তেমনি আছো ?
যেমন ছিলে।

প্রাচীন তীর্থ

বসে আছো সিংহাসনে
চতুর্দিকে মরশুমী ফুল। বাতাসে মৃদু শিহরণ।
তোমার পা-এর কাছে রয়েছে অসুখ
কাঙালের বুকভরা সাধ।
তুমি অতি শান্তভাবে উল্টিয়ে করতল
উপহার দাও মিতহাস্য।
পোষা কুকুর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চেটে দেয়
গোলাপী পাপড়ির মতো তোমার নরম পা।
বড়ো হিংস্র মনে হয়।
একটা যন্ত্রণা আমায় তীক্ষ্ণফলার মতো বেঁধে।
এরই নাম ঈর্ষা ?
হিমাদ্রি উদাসীন গ্রীবা, বাঁকা ভুরু
হলুদ শাড়ির আশ্লেষ মেরুণ ব্লাউজ
কেমন অহংকারী মনে হয়।
চোখে কৌতুক ঊরু ভেঙে বসা, স্রস্থ আঁচল
একি পরিহাস কিংবা শিল্পীর অশ্রুপাত ?

দীঘার উপলে পুরী সৈকতে আর্দ্রদেহ দাঁড়াও তুমি
বুঝি না রক্তের ভিতরে কেন এমন কোলাহল—
পাহাড়ী ঝর্ণা।
সামুদ্রিক হাওয়ার সঙ্গে ছদ্মবেশে
ঈশ্বরেরও চোখে ধুলো দিয়ে
তোমার ওষ্ঠের উষ্ণ বাসনা
আমার গোপন ইচ্ছাকে চুম্বনে জাগিয়ে দেয়।
অনেকদিন পর শৌখিন হয়ে উঠি আমি।
সমুদ্রবেলায় নারীকে একান্তে দেখার স্মৃতি কি মোছা যায় ?

ঘরে-বাইরে
চরাচরে
দিবস রাত্রি তোমার আমন্ত্রণ।
আমি প্রত্যাখ্যান ভুলে যাই।
তোমার মন রোমান গৌরব
পারি কি সেখানে পৌঁছতে, সম্রাট হতে ?
পারি কি বুকের মধ্যে তুলে নিতে সন্ন্যাসীর যৌবন ?
তোমার কাছে এলে
মন প্রাচীন তীর্থ ভ্রমণে অভিলাষী হয়।

অহংকারী

পরিশ্রমী মানুষের ঘামের মতো
হৃৎপিণ্ড চুঁইয়ে রক্ত ঝরে
অথচ তুমি হেঁটে যাও মেরুদণ্ড টানটান
তখন মনে হয় তুমি ভয়ংকর অহংকারী।

শব্দের স্থপতি তুমি
গড়ে যাচ্ছ ইমারত নির্জনে দীর্ঘকাল
অনাদর বিদ্রূপে উদাসীন নির্বিকার।
কী মন্ত্র রেখেছ গোপন
শব্দের ভিতরে ?
নবীন প্রাণের কেন নিত্য আনাগোনা
যেন ঋতু বদলে
জীবনের নতুন জোয়ার বনস্থলী জুড়ে।
প্রতিদিন দেখছি তোমাকে
অথচ বেড়ে যাচ্ছে ব্যবধান যোজন যোজন।
দৃষ্টি পেঁছিয় না তোমার কীর্তির চূড়ায়।
ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছ তুমি।
নির্লিপ্তে ছেড়ে দিতে পার শব্দের সাম্রাজ্য
ঋদ্ধ ঋত্বিক।
অপমান আস্ফালনের সপ্তরথী চক্রে
তোমার চোখে জ্বলে কৃষ্ণচূড়া
মৃত্যুকে ছুঁড়ে দাও কঠিন ভর্ৎসনা
তখন বুঝতে পারি তুমি ভয়ংকর অহংকারী।

আগুন-ঝরা দুপুরে
শুকনো পাতার মতো উদরের হানাহানি
আঁস্তাকুড়ে।

তোমার চোখে নামে ঘন কৃষ্ণমেঘ—
অমেয় মাতৃস্নেহ।
বুকের অতল থেকে পাকে পাকে উঠে আসে যন্ত্রণা
শরীরী কথা হয়ে।

তোমার কলম
সাহসী তরবারির চেয়ে ধারালো।
এবং নির্ভুল নির্বিশেষ—
চূর্ণ কর বজ্রনির্ঘোষ মেঘের দুর্গ
বেরিয়ে আসে সমদর্শী সূর্য
সপ্ত-অশ্ব-রথে। রণক্ষেত্রে তুমি একলা।

তোমার সকল পথ কণ্টক সমাকীর্ণ
উচ্চারণে নির্ভীক পরোয়ানা।
ধ্রুব নক্ষত্রে রেখেছ লক্ষ্য স্থির
সকল ব্যর্থতার ঊর্ধ্বচারী।
আমি জানি তুমি ভয়ংকর অহংকারী।

এখন দেখছি

যে পথটাকে তিরস্কার ক'রে
তারা অন্যপথে গেল
একটা বিরাট মিছিল বার ক'রে ধিক্কার জানালো
এখন দেখছি
আর একটা মিছিল
সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
যেখানে পেঁছিবে বলে
তারা যাত্রা করেছিল
সময় কাটাল কলহে
এখন দেখছি
লক্ষ্য বিন্দুতে দাঁড়িয়ে হাসছে
পুরণো সেই মুখ।

পূবের আকাশে দাঁড়ালো তরুণ সূর্য
ভাঙা ঘরে নতুন আলো।
অন্য এক জীবন উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিল তারা
এখন দেখছি
করতলে ভিড় করছে শূন্যতা। যেন
পুরণো নাটকে অক্ষম অভিনেতা।
তারা শপথ নিয়েছিল
মাটিকে স্বর্গ করবার
এখন দেখছি
স্বর্গ কেমন ক'রে মাটি হয়ে যাচ্ছে।

অরণ্যে অন্তরীণ

চলে যাচ্ছ তুমি
দিনের আলো না ফুরাতে ?
এ কেমন যাওয়া ?
অতৃপ্ত চোখের জলের মতো পিছনে পড়ে রইল অসম্পূর্ণ ঘর
একি তোমার ভুল
কিংবা অভিমান ?
তোমার কী এমন দুঃখ ?
নাকি ফিরিয়ে নিচ্ছ মুখ
ঘৃণায়
অন্ধকারের অধিক কালো
পৃথিবীর আলো থেকে।
সামান্যই তোমার চাওয়া
হৃদয়ের একটু ব্যাকুলতা
মানুষের গৌরব।
এবং ঠিক মানুষেরই মতো হতে গিয়ে চেয়েছ মিলিত চলা।
অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ে চতুর্দিক
যেন বামন হয়ে হাত বাড়িয়েছ চাঁদে।

মনে রেখো, তারাই নতুন কালের পুরোহিত—
যারা মাটিকে পায়ের নিচে
চেপে রাখবার কৌশল জানে
বজ্রকণ্ঠে কম্পিত করে জলস্থল অন্তরীক্ষ।
এবং পৃথিবীর বসন্ত মেনে নেয় দাসত্বের শর্ত
পালিত কুক্কুরের মতো।
চিনে রাখো, প্রতিটি মুখ
নিরন্তর হাসির অন্তরালে
গড়ে যাচ্ছে শান-বাঁধানো-তপ্ত-নিদাঘ-দুপুর
ছড়িয়ে যাচ্ছে অবিরাম বিদ্বেষের ভীমরুল।

যেদিকে ফেরাও চোখ
বাহারী রঙের খেলা
নিষাদে চড়ায় গলা একটাই রঙ
যেন তান্ত্রিকের উত্তরীয়।
শোভিত সহস্র হাঁ মুখ
ঘুরছে ফিরছে শহরে গাঁ-গঞ্জে
দুঃখ ও সমবেদনা বাঙময়
প্রেরণা—চাচা নিজের প্রাণ বাঁচা।
সমস্ত উদ্যম ঃ দলং শরণং গচ্ছামি
আকাশের পাখি আশ্রয় খোঁজে খাঁচায়।
অস্থি-মজ্জার নিষ্কাম শ্লোগান
ভোটারের নাড়ি টেপে হিন্দু, না মুসলমান
তারাই খাঁটি সেকুলার
চাই কেবল আদর্শের লাগসই বয়ান।
জেনে গেছে ইলেকসন কেবলম্—
যোগ্যতা দাঁড়ের ময়না।
এবং চিৎকারে চুকিয়ে দেয় যা-কিছু পাওনা।
সিন্নি দেয় জায়গা মত
কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কে স্বরাট্।
কারা মন্ত্রী, এম এল এ, কারা দলের পতি
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ……রাম রাম……
গতি নেই তাদের ছাড়া।

কেউ বিদ্রোহী অহোরাত্র
গেঁথে যায় ভয়ংকর শিল্পের কথামালা
মুখোশ খসে পড়লে
আমূল কেঁপে ওঠে নগ্ন কাপুরুষতা।
আমি ছাপোষা কেরাণি। ছেড়েছি কলম।

হাতে প্রগতির তুলি
এঁকে যাচ্ছি মানচিত্র
কাম্পুচিয়া ভিয়েতনাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাত্রির ক্যাবারে বসন্তের সম্ভার
বিস্মৃত-বাস বিবৃত জঘনা
অমিত লালসার অর্ঘ্য।
ভালবাসা আজকাল আবিল অরণ্যে
স্বর্ণ মৃগ।
সরল কেউ কেউ জানে না
সময়ের খবর রাখে না
কোন্ কোন্ পণ্য কেনা-বেচা হয়।
বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে
ছুঁড়ে দেয় সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ
পলকে ফিরে যায় উন্নতির প্রশস্ত সড়কে।
শিল্পীর সৃষ্টিছাড়া দৃষ্টি তোমার
মসীলিপ্ত
অচেনা অক্ষর
গড়ে যাচ্ছে খ্যাতির সৌধ স্বপ্নের ভিতর।
এ নয় সৃষ্টির সময়
কেবল রুক্ষদিনের প্রেতনৃত্য।
তৃষ্ণার্ত, নিষ্ফলা ভূমির বিপুল বিস্তার।
যে-গাছে যে-ফুল ফোটবার কথা
যে-গাছে যে-ফল ধরবার ছিল
যেন সব ভুল হয়ে যায়।
তোমার জীর্ণ পাঁচালির ঝরে গেছে অনেক পাতা
বুকের অতল থেকে অশ্রুর মতো উঠে আসা
দু'একটি কথা এখনও হাওয়ায় ভাসে।

সতর্ক প্রহরী হাড্ডিসার দেয়াল
রুদ্ধ করে আলোর প্রবেশ, হাওয়ার আনাগোনা।
অগ্নিবর্ষী বিপ্লবের নাটকে বর্ণিত
সর্বহারার ঘরের মতো তোমার মাথা গোঁজার ডেরা
অথচ, তুমি নও দীক্ষিত সর্বহারা।
বিপ্লবী, তাও হতে পারনি
কেননা তোমার স্বপ্ন ছিল মানুষ হয়ে ওঠার।
এখন সরে গেছ অনেক দূরে অন্য পথে
মিছিলের হাত ধরে।
পরিত্রাণ চেয়েছ তুমি
অভিসন্ধি-অসংগতির দীর্ঘ প্রবাস হতে।
নিজের সঙ্গে মিত্রতা ভুলে গিয়ে বহুদিন
অরণ্যে অন্তরীণ।

লাস্ট ট্রেন

লাস্ট ট্রেন ধরবার জন্যে প্রতিদিন ছুটে আসে অসংখ্য মানুষ
দু'চোখে শিশির ভেজা অন্ধকার
করতলে নিঃস্বতা।
উৎরাই চড়াই ভাঙতে ভাঙতে ফুরিয়ে যায় দিনের আলো।
লাস্ট ট্রেন বলতেই চোখে ভেসে ওঠে
বৃষ্টি-ভেজা জ্যোৎস্না, খাঁ খাঁ পরিত্যক্ত স্টেশনের ভৌতিক স্তব্ধতা।

ধমনীতে স্তিমিত রক্তের ঝাঁজ—
পড়ন্ত বেলা।
ঝটকা মেরে বুকের ভিতর কে যেন বলে ওঠে লাস্ট ট্রেন।
শেষ যাত্রী চলে গেলে
রণক্ষেত্রে পড়ে থাকে
কিছু দীর্ঘশ্বাস।